ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৭৫৩
আগরতলা,২৩ মার্চ,২০২৬

‘বন্দে মাতরম’ গানটি আধ্যাত্মিক, আবেগীয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অনন্য নিদর্শন : রাজ্যপাল

‘বন্দে মাতরম’ গানটি আধ্যাত্মিক, আবেগীয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অনন্য নিদর্শন। দেশে অগণিত ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, ‘বন্দে মাতরম’ গানটি দেশবাসীকে একসূত্রে গেঁথেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গানটি ছিল এক জোরালো রণধ্বনি যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জুগিয়েছিল অদম্য শক্তি এবং সঞ্চার করেছিল এক প্রবল উদ্দীপনা। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে রাষ্ট্র গীত ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, আজ আমরা কেবল একটি গানের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছি না, আমরা উদযাপন করছি একটি আদর্শ, একটি আন্দোলন এবং এমন এক অনুভূতি, যা আমাদের সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গেঁথেছিল। ‘বন্দে মাতরম’-এর কাহিনী ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই গানটি সর্বপ্রথম তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন ভারতবাসী ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি যে, এই সৃষ্টিটি একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের রণধ্বনিতে পরিণত হবে।

রাজ্যপাল বলেন, হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল করতে, ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই গানটি হয়ে উঠেছিল প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত এক মন্ত্র। আমরা এই গানের সৃষ্টির ১৫০ বছরের মাইলফলক উদযাপন করছি এবং এই গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পেরে গর্ববোধ করছি। বন্দে মাতরম গানের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এবছর আগরতলা বইমেলার মূল থিম রাখা হয়েছিল ‘বন্দে মাতরম’।

২-এর পাতায়

রাজ্যপাল বলেন, 'বন্দে মাতরম'-এর এই অভিযাত্রা এক গৌরবোজ্জ্বল উপাখ্যান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় এটি হয়ে উঠেছিল এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মূল রণধ্বনি। এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বছরব্যাপী এই উদযাপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেছিলেন। রাজ্যেও এই কর্মসূচির প্রথম দুটি পর্যায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আয়োজন করা হয়েছে। আজ এই কর্মসূচির বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছে, যা আগামী ৩০ মার্চ ২০২৬, পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী লেখনী 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম্' গানটি ধ্বনিত হয়েছিল যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিনশ্বর সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। যা সমগ্র দেশবাসীকে ভারত মাতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিল মুক্তির উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা।

'বন্দে মাতরম' এর ১৫০ বছরের গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখতে ভারত সরকার চারটি পর্যায়ে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৭ থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯ থেকে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ (প্রজাতন্ত্র দিবস সংলগ্ন সময়ে), তৃতীয় পর্যায়ে ৭ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৬ ('হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির সাথে) এবং চতুর্থ পর্যায়ে ১ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ এই কর্মসূচি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি উদযাপিত হয়েছে। 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর উদযাপনের বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিরই এক অন্যতম অঙ্গ হল আজকের এই অনুষ্ঠান। যা ২৩ থেকে ৩০ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব চৈতন্যমূর্তি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যপাল সহ অন্যান্য অতিথিগণ ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানমঞ্চে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের ৪ জন সদস্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনাস্বরূপ রাজ্যপাল তাদের হাতে পুষ্পস্তবক ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি তুলে দেন।

অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল নজরুল কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর প্রতিকৃতিতেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

*****